দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিজ্ঞান প্রযুক্তি চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণে তারুণ্যের মেলা বসেছে বিসিএস কম্পিউটার শোয়

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিজ্ঞান প্রযুক্তি চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণে তারুণ্যের মেলা বসেছে কম্পিউটার মেলায়। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের অভ্যন্তর ও বহিরাঙ্গন এখন তথ্যপ্রযুক্তি জগতের প্রতি উৎসুক তরুণসমাজের অদম্য আগ্রহের এক উৎস। রবিবার এখানে শুরু হয়েছে বিসিএস কম্পিউটার শো। সপ্তাহব্যাপী বর্ণাঢ্য এই কম্পিউটার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান।

এবারের আয়োজন ও পরিসর বিগত মেলাগুলোর তুলনায় বিশাল ও বহুমাত্রিক। নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে চারটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের মতো সরাসরি অংশগ্রহণ, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এবং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়াল ডেভেলপারদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা। ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের ২২৬টি স্টল রয়েছে এবারের তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল এই আয়োজনে। আছে ওয়েবসাইট টেলিভিশনের ডেমনেস্ট্রেশন, টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কিছু নতুনত্ব।

প্রবেশ টিকিট জনপ্রতি ২০ টাকা। তবে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য উদ্যোক্তারা রাজধানী ঢাকার স্কুলে স্কুলে একটি বিশেষ স্টিকার দিয়েছেন। 'উই আর দ্য ফিউচার' লেখা এই স্টিকার সঙ্গে থাকলে বহনকারীর কোন টিকিট লাগবে না। প্রথম দিনে সন্ধ্যা ৬'টা পর্যন্ত টিকিট ছাড়াই ক্রেতা-দর্শকদের মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টায় টিকিট বিক্রি শুরু হয়। উদ্বোধনী দিনে প্রায় দশ হাজার দর্শক মেলায় এসেছেন। এ তথ্য জনকণ্ঠকে জানালেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) যুগ্ম সম্পাদক ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক আলী আশফাক।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ৬০টি মিশনকে দেশের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যবসা খুঁজে বের করার কথা বলা হয়েছে। ব্যবসা পাওয়ার ব্যাপারে মিশনগুলো তৎপর হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন বিশেষ অতিথি টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব কারার মাহমুদুল হাসান, বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ সবুর খান এবং মেলা কমিটির আহ্বায়ক আলী আশফাক। টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক বলেন, ইন্টারনেট ফোন বা ইন্টারনেট টেলিফোনী নামে পরিচিত ভিওআইপি (ভয়েস ওবার ইন্টারনেট প্রটোকল) সরকার শীঘ্রই বৈধ ঘোষণা করবে। বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান বলেন, দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো নিজস্ব সামর্থ্য ও মেধা প্রয়োগ করে বিশ্বের ১৭টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করছে।

এবারের কম্পিউটার শোর স্লোগান হচ্ছে 'যেখানে প্রযুক্তি জনগণের সঙ্গে একাত্ম'। এবারের আয়োজনে থাকছে মোট ২১টি সেমিনার, বিসিএস আইসিটি বৃত্তিপ্রদান, কম্পিউটার মেলা নিয়ে প্রকাশিত সাংবাদিকদের রিপোর্টের ওপর পুরস্কার, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত সফটওয়্যার নির্মাতাদের পুরস্কৃত করা ইত্যাদি। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকছে ক্রেতা-দর্শকদের জন্য। বিদেশের যে চারটি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে: ইউরোপীয় কমিশন, মালয়েশিয়ার কোম্পানি রেডটোন, কোরিয়ার কোম্পানি স্যামসাং এবং যুক্তরাজ্যের এনসিসি।